তারিখ 21 AUG 1990
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

107

দৈনিক খবর

বেচাকেনার বাজারে নতুন এক সামগ্রী ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

॥ আলতাফ মাহমুদ ॥

দুর্নীতি ও অনিয়মের এই দেশে দুর্নীতির একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। পণ্য বেচাকেনার বাজারে নতুন সামগ্রী হিসেবে এসেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, সরকারী স্বীকৃতি ও মঞ্জুরীপ্রাপ্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক ব্যক্তির মালিকানা হতে অন্য ব্যক্তির মালিকানায় চলে গেছে এক লাখ টাকার বিনিময়ে।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন ধারার অনিয়ম ও বিশৃংখল অবস্থা চলছেই। প্রশাসনের সাথে যোগ-সাজশে মাদ্রাসা ও স্কুলের স্বীকৃতি নিয়ে এবং

২-এর পাতায় দেখুন

বেচাকেনার বাজারে নতুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুদানের ব্যবস্থা করে চড়া দামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে দেয়ার দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। সমাজের প্রভাবশালী একটি শ্রেণী শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ব্যবসায়িক হাতিয়ার বানিয়ে ছাড়ছে।

সম্প্রতি একটি মাদ্রাসা সরকারী অনুদান পাবার ব্যবস্থা করে ১ লাখ টাকায় বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। শিক্ষার উপকরণ বই-পুস্তক, চেয়ার-টেবিল ও আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র বিক্রি করে দেয়ার ঘটনা ঘটছে হরহামেশা। কিন্তু গোটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়িক কারণে ব্যবহারের ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। সমাজের প্রভাবশালী এক শ্রেণীর লোক এ ব্যবসায় নেমে পড়েছে এখন। এ সম্পর্কে শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে বলা হয়েছে, এমন একাধিক ঘটনা ঘটার খবর রয়েছে। ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে এক শ্রেণীর লোক টাকা বানাচ্ছে দেদার।

সূত্রটি জানায়, ১ লাখ টাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিক্রির ঘটনাটি ঘটেছে ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নাম নিজামিয়া মাজেদুন্নেছা দাখিল মাদ্রাসা। এই প্রতিষ্ঠানের মালিক তালুকদার জয়নাল আবেদীন বরৈয়া গ্রামের জনৈক আতাহার আলীর নিকট ১ লাখ টাকায় এটি বিক্রি করেন। ওই উপজেলার আরো ৯টি মাদ্রাসা ও বিদ্যালয় ভুয়া ও ব্যবসায়িক কারণে কৌশলে সরকারের স্বীকৃতি ও অনুদান বছরের পর বছর নেয়া হচ্ছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় ছাত্র ও শিক্ষক নেই, অথচ প্রতি বছর সরকারী অনুদান নেয়া হচ্ছে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই অথচ সেগুলো সরকারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। ওই উপজেলার ভুয়া ও ব্যবসায়িক কারণে প্রতিষ্ঠিত অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছেঃ নিজামিয়া হাছিনা বেগম বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, জেড আবেদীন নৈশ বিদ্যালয়, চুনপুরী জুনিয়ার নৈশ বিদ্যালয়, বরৈয়া এ করিম জুনিয়ার নৈশ বিদ্যালয়, পালট হামিদিয়া দাখিল মাদ্রাসা, মঠবাড়ী জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়, রাজাপুর জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়, রাজাপুর নূরিয়া দাখিল মাদ্রাসা, চারাখালি হামেদ উদ্দিন জুনিয়ার নৈশ বিদ্যালয় ও লামাগঞ্জ দাখিল মাদ্রাসা।

অন্য একটি সূত্র জানায়, রাজাপুর উপজেলার একজন জনপ্রতিনিধি গত মাসে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট পাঠানো এক আবেদনে তার এলাকার একটি মাদ্রাসা ১ লাখ টাকায় বিক্রি করে দেয় এবং ভুয়া ও ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অভিযোগ এনে ওইসব প্রতিষ্ঠান থেকে অনুদান ও স্বীকৃতি প্রত্যাহারের আহবান জানান। এতে বলা হয়, আমার উপজেলায় কতিপয় স্কুল ও মাদ্রাসা নিয়ে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে জাতীয় স্বার্থের বিঘ্ন ঘটছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে একটি মহল সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করে চলছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণের কাছে ওয়াদা করেছিলাম, তথা আপনাদের কাছেও ওয়াদা করেছি, এসব ভুয়া ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করবো। আপাততঃ নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অবহিত করছি এবং জাতীয় স্বার্থে অবিলম্বে এসব প্রতিষ্ঠানের অনুদান বন্ধ করে স্বীকৃতি বাতিল করা হোক। জানা গেছে, উপজেলার ওই জনপ্রতিনিধির আবেদনের কপি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট পাঠানো হয়েছে। কিন্তু জনপ্রতিনিধির এ আবেদনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন সাড়া দেয়নি। কোন তদন্তও হয়নি।